তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৫৫

**মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি**

**আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 `মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, আজিজুর রহমান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৫৪

**বিশ্ব রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু এখনো প্রাসঙ্গিক ও অনুকরণীয়**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :**

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ, দূরদর্শিতা, নীতি ও মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অনুকরণীয়।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্‌ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্রাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত “বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা” (Leadership of Bangabandhu and Its Relevance to the Contemporary World) শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ড. মোমেন বলেন, নব্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরও বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলতে কখনও পিছপা হননি। তিনি সারা জীবন ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন, যা এখন সমসাময়িক বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সহিংসতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের বড় কারণ অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা। পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু তাঁর শত্রুকেও শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গবন্ধুর বিরোধী পক্ষও তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলির প্রশংসা করতেন। জাতির পিতা তাঁর জনগণকে ভালোবাসতেন, যা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি ও দুর্বলতা।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার মতো দূরদর্শী নেতৃত্ব পৃথিবীর খুব কম ব্যক্তিই অর্জন করতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধু সত্যিকারের গণমানুষের নেতা ছিলেন এবং ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। এ মহান নেতা তাঁর স্বপ্নকে অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমরা এখনও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

 ড. মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, কর্ম ও অর্জন লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখবে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৫৩

**বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :**

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। তবে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা গর্ব করতে পারি যে ঘাতকদের এ অভিপ্রায় সফল হয়নি, ঘাতকরা বাংলাদেশকে হত্যা করতে পারেনি।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে ওয়েবিনারে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহিরুল হক, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান ড. শাহাজাহান মাহমুদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহাদাৎ হোসেন ও সেলিমা সুলতানা, যুগ্ন-সচিব মোঃ জেহসান ইসলাম, বিটিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ রফিকুল মতিন এবং ডট মহাপরিচালক মহসীনুল আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা - কর্মচারীবৃন্দ সরাসরি ও অন-লাইনে অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

 মোস্তাফা জব্বার ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সুপরিকল্পিত চিন্তাধারায় ২৩ বছরের কঠিন পথ অতিক্রম করেছেন। তিনি স্বাধীনতা অর্জনে জনযুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। এই সুদূরপ্রসারী কৌশলের ফলে শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্রের সামনে প্রায় খালি হাতে এবং বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে রেখে যে যুদ্ধটা বাংলার মানুষ করেছে পৃথিবীর কোনো দেশ তা পারেনি। গণযুদ্ধের জন্য গণজাগরণ হয়েছে ইতিহাসে এটা অন্য কোথাও নেই। একাত্তরের রণাঙ্গণের এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন, বাংলার মায়েরা বঙ্গবন্ধুর জন্য রোজা রেখেছেন, দোয়া করেছেন। এটাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ের বড় অর্জন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কোথায় যাবে এ বিষয়ক রূপরেখা জাতির পিতা শুধু প্রস্তুতই করেননি, বাস্তবায়নও শুরু করেছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা পঁচাত্তর পরবর্তী ২১ বছর বাংলাদেশকে পেছনে টেনেও সুবিধা করতে পারেনি কারণ বঙ্গবন্ধু তাঁর সুযোগ্য সন্তান রেখে গেছেন। দীর্ঘ ২১ বছরের পশ্চাদপদতার জঞ্জাল সরিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ১৬ বছরের শাসনে দেশকে হেনরি কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ির তাচ্ছিল্যের জবাব দিয়েছেন। বাংলাদেশকে তিনি শতশত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বে জায়গায় উপনীত করেছেন। করোনাকালেও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি যেখানে নাজুক অবস্থায় সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সারা বিশ্বে করোনায় থমকে গেছে মানুষের জীবনযাত্রা। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নেতৃত্বের দূরদর্শীতার ফলে আমাদের জীবন যাত্রা উন্নত দুনিয়ার মানুষদের চেয়ে পিছিয়ে নেই।

 তিনি দুর্যোগকালে নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সচল রাখতে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য টেলিকম বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

 মোঃ নূর- উর -রহমান বলেন, জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। ঘাতকতারা আমাদের অগ্রগতি থামিয়ে দিতে চেয়েছিলো, থামাতে পারে নাই। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫২

**বঙ্গবন্ধু গণমুখী ও কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ছিল গণমুখী ও কর্মমুখী। তিনি কারিগরি শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন মেনিফেস্টোতে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার অঙ্গীকার ছিল। বঙ্গবন্ধু চাইতেন অর্থাভাবে যেন কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

 মন্ত্রী আজ ‘জাতীয় শোক দিবস ২০২০’ উপলক্ষে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের আয়োজনে ‘বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন’ শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে এবং স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় দেশের স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যুক্ত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বলতেন সুস্থ সমাজ নির্মাণে শিক্ষায় বিনিয়োগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর নাই। তিনি শিক্ষায় জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ বিনিয়োগের কথা বলেছিলেন।

 এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। প্রতিনিয়ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শিক্ষকদের এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে হবে। শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ‘সফট স্কিল’ অর্জনে শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা দিতে তিনি আহ্বান জানান।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫১

 **নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

 আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) আয়োজিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ‘ডিপার্টমেন্টাল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের মানুষের এখন খাদ্য নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু পর্যাপ্ত খাবারের পাশাপাশি খাবারের মান ও নিরাপত্তা নিয়ে আমাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমানের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে আরো এগিয়ে নিতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

 ফরহাদ হোসেন বলেন, মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনাম ও সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমকে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আরো বিস্তৃত করতে হবে যাতে সবার জন্য গুণগত মানের খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এজন্য আরো দক্ষ ও উদ্যমী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এদেশের উন্নয়নে সবাইকে দেশপ্রেমিক হতে হবে এবং দেশের জন্য কাজ করার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। আমাদের সকলকে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা জীবন বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। তিনি নিজেকে মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে রেখে দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করতে পারি তাহলে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব।

 বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডঃ এম মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৫০

**জুলাইয়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৬৯০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :**

 করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যেও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সারা দেশের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো জুলাই মাসে ৬৮৯ কোটি ৬৬ লাখ ৪৫ হাজার ১৬৭ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে যা জুন মাসে আদায়কৃত রাজস্ব আয়ের চেয়ে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা বেশি। জুন মাসে সাব-রেজিস্ট্র অফিসগুলো রাজস্ব আদায় করেছিল ৫২৯ কোটি ৮১ লাখ ৫১ হাজার ৩৩৯ টাকা।

 নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক আজ আইন ও বিচার বিভাগের সচিবকে পাঠানো এক চিঠিতে জানান, গত জুলাই মাসে জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী জেলাগুলো হচ্ছে: ঢাকা জেলা ১৭৫ কোটি ৯৫ লাখ ৭ হাজার টাকা, চট্টগ্রাম জেলা ৪৯ কোটি ৩ লাখ ৭৭ হাজার টাকা,নারায়ণগঞ্জ জেলা ৩৯ কোটি ২১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা, গাজীপুর জেলা ৩৫ কোটি ৮১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা, কুমিল্লা জেলা ২৩ কোটি ৯১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা ও ময়মনসিংহ জেলা ২০ কোটি ৯৩ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

 অন্যদিকে দেশের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো গত ১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত ২ লাখ ৭১ হাজার ৬৫৭টি দলিল রেজিস্ট্রি করেছে যা জুন মাসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের চেয়ে ২৩ হাজার ৮৭৭টি বেশি। জুন মাসে দেশের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো ২ লাখ ৪৭ হাজার ৭৮০টি দলিল রেজিস্ট্রি করে।

 মহাপরিদর্শক জানান, জুলাই মাসে নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীন জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে দায়িত্ব পালন কালে ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়েছিলেন যাদের অধিকাংশই বর্তমানে আরোগ্য লাভ করেছেন। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান রেখেছে ।

#

রেজাউল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৪৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :**

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৬৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ২০০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৮২ হাজার ৩৪৪ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৪০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮১৯ জন।

#

কাদের/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৮

**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের হাতে**

**পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন তুলে দিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদারকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারী করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ গ্রেড-১ এ উন্নীত হবার পর প্রথমবারের মতো এ পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রজ্ঞাপন তুলে দিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রজ্ঞাপন তুলে দেন মন্ত্রী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস মনি ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 এর আগে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) ১৯ জুলাই ২০২০ তারিখের সুপারিশের ভিত্তিতে বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদারকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিসিএস নিয়োগবিধি ১৯৮১ এর ৮ নং শর্ত মোতাবেক ফিডার পদে চাকরির অভিজ্ঞতা প্রমার্জন করায় গত ১৬ আগস্ট তাকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারী করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

 অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষকে সম্মান দিতে জানেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি প্রদান করা তার একটি উদাহরণ। যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশটা, যাদের বিনিময়ে আমি মন্ত্রী, আপনারা সচিব-কর্মকর্তা তারা অনেকেই কিছু পাননি। যে ব্যক্তিটি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, তাদের পরিবার অসহায়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরিতে স্বচ্ছতা ধারণ করতে হবে। দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে। প্রকল্পে অনাকাক্সিক্ষত মূল্য নির্ধারণ কিংবা অনাকাক্সিক্ষত শর্ত আরোপ করা যাবে না। এ দেশটা আমাদের সবার। আমাদের দেশের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকা উচিত।’

 অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব বলেন, ‘কার্যক্রমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। কাজ করতে হবে ন্যায়ের পক্ষে, সরকারের পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে।’

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৭

**বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই ক্রীড়াঙ্গনে নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে**

 **-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিতে সময়োপযোগী নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শুভ সূচনা করেছিলেন। তিনি আজকের বিসিবি, বাফুফে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠন করেছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউট অভ্ স্পোর্টস যা আজকের বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তার গৃহীত এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণেই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান আজ সুদৃঢ় হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, রক্তাক্ত যুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জিত হলেও তার জন্য বাংলাদেশকে বড় ধরণের খেসারত দিতে হয়। বলতে গেলে শূন্যহাতে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। সেই অবস্থায় ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি নজর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্রীড়াঙ্গনকে পুনর্গঠন করার উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধু। খেলাধুলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালেই যাত্রা শুরু করে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। দুই ধাপে গড়ে তোলা হয় ৩৪ টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংস্থা। অনুমোদন দেওয়া হয় বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে ক্রীড়াবিদদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। ক্রীড়াবিদদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য ১৯৭৫ সালেই গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিনিয়ত কর্মব্যস্ত থাকলেও খেলার মাঠের আমন্ত্রণ তিনি এড়াতে পারতেন না।

 বঙ্গবন্ধু হতে পারেন তরুণদের অনুপ্রেরণার উৎস উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার এক অনিঃশেষ উৎস। আমার বিশ্বাস, জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারে তার আজন্মলালিত স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন সোনার বাংলা। আমি যুব সমাজকে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে চাই তোমরা শেখ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করো, তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো ও নিজেদেরকে এগিয়ে নাও তবেই তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো’।

 আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মময় জীবন নিয়ে সভাপতির বক্তব্যে প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ জাতির পিতার বর্নাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৬

**অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে**

 **--স্পীকার**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন  চৌধুরী বলেছেন, প্লানেট ৫০-৫০ এর লক্ষ্যপূরণ এবং কাউকে পেছনে না ফেলে টেকসই উন্নয়নলক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা জরুরি। এক্ষেত্রে নারী সংসদসদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। নারীর প্রতি সহিংসতাপ্রতিরোধ ও নারীদের অধিকাররক্ষার জন্য গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সংসদকে আরো পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বীয় ক্ষমতা ও কার্যকরিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

স্পীকার সোমবার সন্ধ্যায় অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত ১৩তম 'সামিট অব ওমেন স্পীকার্স অব পার্লামেন্ট' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন। কোভিড ১৯ এর মহামারির সময়েও এমন আয়োজনের জন্য তিনি ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন, জাতিসংঘ এবং অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্পীকার বলেন, উন্নত আগামী ও আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজবিনির্মাণের জন্য আমাদের লিঙ্গবৈষম্য দূর করে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাপ্রতিরোধে সকলকে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বিধ্বংসী কোভিড মহামারির সংকট শেষ হবার পর পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে সংসদসদস্যদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আরো উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এ সংকট মোকাবেলায় অভিনব মডেল নিয়ে সকলকে ভাবতে হবে। লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং সেই সাথে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। কেননা, নারীরা পরিবর্তন ও উন্নয়নের কার্যকর অনুষঙ্গ। কোভিড ১৯ শুধু অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলছে না, অসমতা-বৈষম্য এবং নারী ও মেয়েদের বিরূদ্ধে সহিংসতাকে গভীরতর করছে। যে সকল নারী ও শিশু মহামারির কারণে ঘরবন্দী আছে, তাদের অনেকে লিঙ্গবৈষম্য ও সম্মানহানির শিকার হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে আমাদের মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

ক্লেইরি ডুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ফেডারেল কাউন্সিল অব অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আন্দ্রিয়া এডার গিটসথ্যালার, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অস্ট্রিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডরিস বুরস এবং ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েলা চুয়েভাস ব্যারন সূচনা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য রোমেনা আলী এমপি, রওশন আরা মান্নান এমপি, অ্যারোমা দত্ত এমপি ও পীর ফজলুর রহমান এমপি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়স্থ শপথ কক্ষ হতে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন। এছাড়া, শামসুল হক টুকু এমপি ও অপরাজিতা হক এমপি নিজ নিজ অবস্থান হতে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

#

তারিক/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৪৫

**মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):**

 মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক বিরোধীদলীয় হুইপ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহ আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী জানান, আজিজুর রহমান-এর মৃত্যুতে দেশ একজন সৎ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদকে হারালো। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৪ নং সেক্টরের রাজনৈতিক সমন্বয়ক ও কমান্ডার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর আজিজুর রহমান অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে তিনি আজীবন গণমানুষের অধিকার আদায়ে ও কল্যাণে কাজ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তাঁর অসামান্য অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

#

তানভীর /জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১৬২৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৪

**মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা**

**আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে এলজিআরডি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান, ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত আজিজুর রহমান ১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর শমসেরনগর, ৬ ডিসেম্বর রাজনগর এবং ৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মৌলভীবাজারকে হানাদার মুক্ত ঘোষণা করেন।

 সংবিধানের অন্যতম স্বাক্ষরকারী আজিজুর রহমান ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তাঁর অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে বলে জানান মোঃ তাজুল ইসলাম।

#

হায়দার/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর :৩১৪৩

**জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি-একনেকে ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকার ৭টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):**

 জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি-একনেকে ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৭টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে জিওবি ২ হাজার ৬১৯ কোটি ৭৯ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত ৮৪২ কোটি ১৮ লাখ টাকা (ঋণ ৫৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা, বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত গ্রান্ট ২৬০ কোটি ৯৮ লাখ টাকা)।

 প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

 অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প; দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প এবং খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলী সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট হতে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা রক্ষা প্রকল্প এবং কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ইমার্জেন্সী মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

​ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম; পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী গণভবনে এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ এনইসি সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি,র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১৬০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪২

**যারা বঙ্গবন্ধুহত্যার ইন্ধন দিয়েছেন তাদেরও বিচার করা উচিত**

 **- - পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, অনেকের ফাঁসি হয়েছে। যারা বিদেশে পালিয়ে আছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যারা বঙ্গবন্ধুহত্যায় ইন্ধন দিয়েছেন, তাদেরও বিচার করা উচিত।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ে আয়োজিতে এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুহত্যা ইতিহাসের একটি বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুহত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুহত্যার পর যারা রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করেছিল তারাই পর্দার আড়াল থেকে বঙ্গবন্ধুহত্যার বিচার না করার জন্য ইনডেমনিটি বিল পাশ করেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ইনডেমনটি বিল বাতিল করে বঙবন্ধুহত্যার বিচার করেন।

 বীর বাহাদুর আরো বলেন, বাংলাদেশের একদশমাংশ এলাকা বৈষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠণ’সহ নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংবিধানে অন্তভূক্ত করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কৌটাপ্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত সচিব তন্দ্রা শিকদারসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

#

নাছির/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৪১

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):**

 সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ।

 আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, আজিজুর রহমান ছিলেন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা। গণপরিষদের সদস্য হিসেবে  সংবিধানের অন্যতম স্বাক্ষরকারী আজিজুর রহমান ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় হুইপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।  তাঁর মৃত্যুতে দেশের জন্য অপূরণীয়  ক্ষতি হলো।  রাজনীতিবিদ এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর  অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

#

মারুফ/জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১৫২৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪০

**মুজিববর্ষে এককোটি চারারোপণের মাধ্যমে দেশে সবুজবিপ্লব হবে**

 **- -নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এককোটি গাছের চারারোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশে সবুজবিপ্লব সাধিত হবে। ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী দেশে আসার পর ১৯৮৪ সাল থেকেই প্রতিবছর কৃষক লীগের মাধ্যমে গাছ লাগাতেন। প্রতিবছর বর্ষামৌসুমের তিনমাসই এই কর্মসূচি চলতো। এখনও সেটা চলমান রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সংসদ ভবনচত্বরে 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আয়োজিত চারারোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণশেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। জাতি শোকাহত। ১৫ আগস্টের ঘটনা, একটি জঘন্যতম ঘটনা। খুনিরা সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তাদের হাত থেকে নারী, শিশু, গর্ভবতী মা পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, করোনামহামারির কারণে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এককোটি চারারোপণ কর্মসূচি চলমান আছে। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন জাতির পিতা। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকেন। বিশ্বে দ্বিতীয় কোনো রাজনৈতিক দল এভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে না। তিনি বলেন, এজন্যই সারাবিশ্বে শেখ হাসিনা পরিবেশবান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে দেশকে সুরক্ষা করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সাল 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারারোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ২৬ জুলাই সংসদ ভবনচত্বরে চারারোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদ ভবনচত্বরে ৩৫০ থেকে ৫০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারারোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নেরর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

 এসময় অন্যান্যের হুইপ মাহবুব আরা বেগম গিনি, মধ্যে সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, নাদিরা সুলতানা এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৪ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর :** ৩১৩৯

**মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা**

**মোঃ আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক বিরোধীদলীয় হুইপ, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজিজুর রহমান এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, মৌলভীবাজারের সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহসৃষ্টিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৪ নং সেক্টরের রাজনৈতিক সমন্বয়ক ও কমান্ডার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আজিজুর রহমানের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মন্ত্রী বলেন, একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডার হিসেবে তিনি ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মৌলভীবাজারকে হানাদারমুক্ত ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্বাধীনতাপদকে ভূষিত হন। সংবিধানের অন্যতম স্বাক্ষরকারী আজিজুর রহমান ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

 উল্লেখ্য, আজিজুর রহমান রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রাত আনুমানিক আড়াইটায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাঁকে ৫ আগস্ট বিএসএমএমইউ-তে ভর্তি করা হয় ।

#

দীপংকর/শাহআলম/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৩৮

**আলোকচিত্রী সাইদা খানম এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথমনারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মরহুমার বিভিন্ন অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, '৫০ এর দশকে বেগম পত্রিকায় আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন সাইদা খানম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে ঢাকার আজিমপুর এলাকায় অস্ত্রহাতে প্রশিক্ষণরত নারীদের ছবি তোলেন। আলোকচিত্রী সাইদা খানমের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে এ সাহসিকতা ও মর্যাদাপূর্ণ পেশায় অনেক নারীর পদচারণা ঘটেছে। বাংলাদেশে নারীজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ এ মহীয়সী নারী তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

 উল্লেখ্য, সাইদা খানম আজ মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় রাজধানীর বনানীর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

ফয়সল/শাহআলম/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৩৭

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**বন্যায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা**, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):**

 সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৯৪৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে ।

 বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদবরাদ্দ দেয়া হয়েছে চারকোটি ২৭ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুইকোটি ৯৪ লাখ টাকা। শিশুখাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এককোটি ৫৪ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে এককোটি ৫ লাখ টাকা। গোখাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিনকোটি ৩০ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ দুইকোটি ২০ লাখ টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে একলাখ ৬৮ হাজার এবং বিতরণ করা হয়েছে একলাখ ৪১ হাজার ৮৪২ প্যাকেট ।

 এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহমন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিনলাখ টাকা ।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ ।

 বন্যাকবলিত উপজেলা সংখ্যা ১৬০টি এবং ইউনিয়ন এক হাজার ১৬টি। পানিবন্দি পরিবার ৭ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭৩ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯ লাখ ৬০ হাজার ৩০৭ জন।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে একহাজার ১৭টি। যেখানে আশ্রয় নিয়েছে ২৪ হাজার ১০০ জন ।

 আশ্রয়কেন্দ্রে আনা গবাদিপশুর সংখ্যা ৬২ হাজার ৬৬৭টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৬৬টি এবং চালু আছে ২৪১টি ।

#

সেলিম/জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১১৫২ঘণ্টা